শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা-৫৭.০০.০০০০.০৪৬.০৪.৩৮৭.১৪-২৫৩

তারিখঃ ৩০ বৈশাখ ১৪২৬ / ১৩ মে ২০১৯

বিষয়ঃ দেওয়ানী মোকদ্দমা নং-৪১/১৫ এর ১৭/০১/১৯ তারিখের আদেশ আলোকে যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসায় কর্মরত আরবী প্রভাষক জনাব মো: মাঈনুদ্দীন এর বাতিল হওয়া এমপিও চালুকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত), নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসা, শার্শা, যশোর এর স্মারক নং- ০৫/১৯, তারিখ: ০৪/০৩/২০১৯ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যশোর জেলার শার্শা উপজেলাধীন নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসায় নিম্নোক্ত শিক্ষক-কর্মচারীগণ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে বর্ণিত মাদ্রাসায় নামের পাশে উল্লিখিত তারিখে যোগদান করেন এবং এমপিওভুক্ত হন। যথাক্রমে: (১) জনাব মুহা: আব্দুল জলিল, প্রভাষক (আরবী) ১২/০১/২০০২ তারিখে যোগদান এবং মে/২০০৪ মাসে এমপিওভুক্ত হন (২) জনাব মো: মাঈনুদ্দিন, প্রভাষক (আরবী) পদে ০৯/০১/২০০২ তারিখে যোগদান এবং নভেম্বর/২০০৪ মাস হতে ৩ মাসের বকেয়াসহ (আগস্ট/০৪ হতে) এমপিওভুক্ত হন (৩) জনাব মো: শিহাব উদ্দিন, প্রভাষক (আরবী) ১০/০৪/২০০২ তারিখে যোগদান এবং মে/২০০৪ মাসে এমপিওভুক্ত হন (৪) জনাব মো: আহসান হাবীব, ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী ২২/৩/২০০৩ তারিখে যোগদান করেন এবং নভেম্বর/২০০৪ মাসে এমপিওভুক্ত।

২। অত:পর কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বর্ণিত মাদ্রাসায় ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো লংঘন করে অতিরিক্ত ০৩ (তিন) জন আরবী প্রভাষক ও ০১ (এক) জন কর্মচারীর এমপিও বাতিল করে অবৈধভাবে উত্তোলিত বেতন-ভাতা ফেরৎ প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে মাউশি অধিদপ্তর হতে ০৪/১১/২০১০ তারিখে ৯এ/৩৬/অডিট/এম/২০১০/১৩০৩/৯ সংখ্যক স্মারকমূলে পত্র জারি করা হয়। একই পত্রের অনুলিপিতে উক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের নিকট হতে অবৈধভাবে উত্তোলিত বেতন-ভাতার সরকারি অংশ (এমপিও) আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতিকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

৩। সে প্রেক্ষিতে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে ০৮/১২/১০ তারিখের ২৫/১০(৪) সংখ্যক স্মারকমূলে উল্লিখিত ০৩ (তিন) জন প্রভাষক ও ০১ (এক) জন কর্মচারীকে তাদের চাকুরী হতে অব্যাহতি দিয়ে নামে পাশে বর্ণিত উত্তোলিত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

৪। মাউশি অধিদপ্তরের ০৪/১১/২০১০ তারিখে ১৩০৩/৯ এবং প্রতিষ্ঠানের ০৮/১২/১০ তারিখের ২৫/১০(৪) নং স্মারক দুটির বিরুদ্ধে জনাব মুহা: আব্দুল জলিল গং ০৪ (চার) জন কর্তৃক মাননীয় উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন নং-২২৯/২০১১ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট পিটিশন নং- ২২৯/২০১১ মামলার ০৭/১২/২০১৪ তারিখের রায়/আদেশ নিম্নরূপ-

" ..... In the result, the Rule is made absolute in part.

The impugned letter vide memo No. ৯এ/৩৬/অডিট/এম/ ২০১০/১৩০৩/৯ dated 04.11.2010 passed by the pespondent No. 2 and the subsequent order issude by the respondent No. 6 vide Memo No. ২৫/১০(৪) dated 08.12.2010 (Annexures-D and E) so far as those relate to the petitioners No. 1, 3 and 4 are hereby declared to have been issued without lawful authority and to be of no legal effect.

The respondents No. 1 to 3 are directed to pay the salary of the petitioners No. 1, 2 and 4 under the MPO scheme with all arrears if not paid in the meantime (pirsuant to the ad-interim order of stay passed at time of issuance of the Rule) within two months from the date of receipt of this judgment.

The impugned letters dated 4.11.2010 and 8.12.2010 as contained in Annexures-D and E to the writ petition so far as those relate to the petitioner No. 2 directing him to refund the received salary is hereby declared to have been passed without lawful authority and is of no legal effect".

৫। উক্ত রায়/নির্দেশনা অনুযায়ী মাউশিঅ এর ০৪/১১/২০১০ তারিখের ১৩০৩/৯ সংখ্যক পত্রের ক্রমিক নং-১, ৩ ও ৪-এ বর্ণিত ০৩ (তিন) জন পিটিশনারকে অবিভক্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ০৭/৫/২০১৫ তারিখের ২৬৫ নং স্মারকমূলে চাকুরীতে পুন:র্বহাল করা হয় এবং বর্তমান পর্যন্ত এমপিও প্রদান করা হচ্ছে মর্মে জানুয়ারি/১৯ এর এমপিও শীট হতে প্রতীয়মান হয়।

৬। কিন্তু উক্ত রিট মামলার রায়ের সারসংক্ষেপে পিটিশনার নং-২ (আলোচ্য আবেদনে বর্ণিত জনাব মো: মাঈনুদ্দিন) এর গৃহিত টাকা জমা প্রদানের নিমিত্ত মাউশিঅ এর ০৪/১১/২০১০ তারিখে পত্র এবং বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের ০৮/১২/২০১০ তারিখের পত্রের কার্যক্রম মাননীয় আদালত কর্তৃক বেআইনী ঘোষণ করা হয়েছে। তবে তাকে (০২ নং পিটিশনার কে) চাকুরীতে পুন:র্বহাল বা বাতিলের বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক কোন নির্দেশনা দেয়া হয়নি।

৭। উল্লেখ্য যে, জনাব মো: মাঈনুদ্দিন দাখিল ২য়, আলিম ৩য়, ফাযিল ৩য় এবং কামিল ২য় বিভাগ/শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। নাভারণ মহিলা আলিম মাদ্রাসা, শার্শা, যশোর এর শিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরী স্থায়ীকরণ সংক্রান্তে বর্ণিত মাদরাসার ১৫/১০/২০০৬ তারিখের রেজ্যুলেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য ব্যক্তি জনাব মো: মাঈনুদ্দিন প্রথমে ০১/০১/১৯৯৭ তারিখে উক্ত প্রতিষ্ঠানে অফিস সহকারী হিসাবে যোগদান করেন এবং ০১/০২/১৯৯৮ তারিখে **৩৭১০৬৫ ইনডেক্সধারী** হিসেবে এমপিওভুক্ত হন। পরবর্তীতে জনাব মো: মাঈনুদ্দিন কর্তৃক প্রভাষক পদে এমপিওভুক্তির জন্য দাখিলকৃত আবেদনে **পূর্বের ইনডেক্স নং-৩৭১০৬৫** উল্লেখ করা হয়েছে।

৮। পরবর্তীতে প্রভাষক নিয়োগের উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে উন্মুক্ত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলে আবেদনের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণক্রমে জনাব মো: মাঈনুদ্দিন ১ম স্থান অধিকার করায় নিয়োগ বোর্ডের সুপারিশের ভিত্তিতে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে গত ০৯/০১/০২ তারিখে আরবী প্রভাষক পদে যোগদান করেন এবং প্রভাষক হিসেবে আগস্ট/০৪ হতে বকেয়াসহ নভেম্বর/০৪ মাসে এমপিওভুক্ত হন। গভর্নিং বডি কর্তৃক প্রভাষক পদে তার (জনাব মাঈনুদ্দিন এর) চাকুরী ০৯/০১/০৪ তারিখ হতে স্থায়ী করা হয় মর্মে মাদরাসার রেজ্যুলেশনে উল্লেখ রয়েছে।

৯। আরো উল্লেখ্য যে, জনাব মো: মাঈনুদ্দিন প্রভাষক পদে (ইনডেক্সধারী শিক্ষক হিসেবে) আগস্ট/২০০৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০১০ পর্যন্ত এমপিওপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং তিনি পূর্ব পদের (অফিস সহকারী) **ইনডেক্স নম্বর (৩৭১০৬৫)** এর আওতায় বর্তমান প্রভাষক পদে এমপিওভুক্ত হয়েছেন।

১০। রিট মামলার (২২৯/২০১১) ২ নং পিটিশনার জনাব মো: মাঈনুদ্দিন কর্তৃক (মাউশিঅ এর ০৪/১১/২০১০ তারিখের ৯এ/৩৬/অডিট/এম/২০১০/ ১৩০৩/৯ এবং প্রতিষ্ঠানের ০৮/১২/১০ তারিখের ২৫/১০(৪) নং পত্রের প্রেরক তথা মাদরাসা ব্যবস্থাপনা কমিটির বিরুদ্ধে শার্শা সহকারী জজ আদালত, যশোর-এ দে: মোকদ্দমা নং-৪১/২০১৫ দায়ের করা হয়। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত দেওয়ানি মামলায় ডিজি, মাউশি এবং সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও বিবাদী করা হয়েছে।

চলমান-০২

১১। উক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী জনাব মো: মাঈনুদ্দিন এবং মাদরাসার ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে আপোষনামার মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি হয়। তবে উক্ত আপোষনামায় সরকার বা মাউশি'র কেউই পক্ষ ছিলনা। উক্ত আপোষনামার আলোকে এবং কোর্টের নির্দেশনা মতে জনাব মো: মাঈনুদ্দিন প্রভাষক হিসেবে ২০/০২/১৯ খ্রি: উক্ত মাদরাসায় যোগদান করে কর্মরত আছেন। তবে বর্তমানে এনটিআরসিএ-এর নিবন্ধন এবং সুপারিশ ব্যতিত ব্যবস্থাপনার কমিটির মাধ্যমে কোন শিক্ষক পদে নিয়োগদানের সুযোগ নেই। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ যে, জনাব মো: মাঈনুদ্দিন এর প্রভাষক হিসেবে এমপিওপ্রাপ্তির পূর্বের ইনডেক্স নম্বরটি অফিস সহকারী হিসেবে ছিল শিক্ষক হিসেবে নয়।

১২। যেহেতু পিটিশনারকে পূর্ব পদের ইনডেক্স নম্বরেই (৩৭১০৬৫) জনাব মো: মাঈনুদ্দিন-কে একবার প্রভাষক পদে মাউশি কর্তৃক এমপিওভুক্ত করা হয়েছে এবং ইনডেক্সধারী শিক্ষক হিসেবে আগস্ট/২০০৪ হতে সেপ্টেম্বর/২০১০ (প্রায় ০৬ বৎসর) এমপিও প্রাপ্ত হয়েছেন সেহেতু শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত শিক্ষা নীতির সার-সংক্ষেপ এর সিদ্ধান্ত নং-৯ এ বর্ণিত (.....**পূর্বের এমপিও ইনডেক্স নম্বরধারী শিক্ষদের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না**) বিধান জনাব মো: মাঈনুদ্দিন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা এ বিষয়ে (এ সংক্রান্ত মামলা সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র এবং এমপিও সংক্রান্তে প্রকাশিত সর্বশেষ নীতিমালা পর্যালোচনাক্রমে) আগামি ২৬.০৫.২০১৯ খ্রি: এর মধ্যে সুস্পষ্ট মতামত প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে দাখিলকৃত আবেদন সংযোজনীসহ -৬৫ প্রস্থ:

(মো: আ: খালেক মিঞা) ২৬/০৫/১৯
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)

মহাপরিচালক
মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর
রেডক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার, লেভেল-৩
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, রমনা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। প্রোগ্রামার, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (মাদ্রাসা) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতি: সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। যুগ্মসচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।